যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভাঙনের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ভাঙন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। রোববার রাতে বিএনপি ও জামায়াত পন্থী সাদা দলের শিক্ষকরা আওয়ামী পন্থী 'নীল' দলের শিক্ষকদের ছাড়াই পৃথক সভা করে ১৪টি প্রস্তাব পাস করার পর দু'পক্ষের বিরোধ চরমে পৌঁছেছে। সংগঠনের নির্বাচিত সভাপতি এ পদক্ষেপকে 'অবৈধ' বলে উল্লেখ করেছেন।

রোববার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে সমিতির সাধারণ সভায় সাদা দলের শিক্ষকরা বিগত সরকারের 'দুঃশাসন সন্ত্রাস ও দুর্নীতি' প্রসঙ্গ তুললে এবং নীল দলের শিক্ষকরা বর্তমান কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করার পর দু'পক্ষ মারমুখী হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে সভাপতি আরআইএম আমিনুর রশীদ সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন এবং নীল দলের শিক্ষকরা সভাস্থল ত্যাগ করেন। সাদা দলের শিক্ষকরা ১৫ মিনিট পর সমিতির নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য অধ্যাপক আ ফ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে সভাপতি করে তাদের

ভাঙন : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৩

ভাঙন : শিক্ষক সমিতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভাষায় সভার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। উল্লেখ্য, শিক্ষক সমিতির বর্তমান ১৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটিতে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকসহ ১২ জন 'নীল' এবং বাকি ৩ জন সদস্য 'সাদা' দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত এ কমিটির মেয়াদ রয়েছে।

সভার সিদ্ধান্তসমূহ

সাদা দলের শিক্ষকদের ওই সভার সিদ্ধান্তসমূহ সমিতি নির্ধারিত প্যাডের বাইরে সাদা কাগজে কম্পিউটার কম্পোজ করে সাংবাদিকদের দেয়া হয়। তাদের ভাষায় 'সর্বসম্মতিক্রমে পাসকৃত' সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্যর্থতার দায়ে উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও প্রক্টরের পদত্যাগ, তাদের দুর্নীতির বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ২০০১-২০০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার প্রত্যাহার, সমিতি থেকে ড. আফতাব উদ্দিন আহমদ, ড. এম এরশাদুল বারি ও অধ্যাপক লুৎফর রহমানের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার এবং নির্বাচনের দিনে শিক্ষকদের সঙ্গে অসদাচরণকৃত ছাত্রলীগের কর্মীদের শাস্তি দাবি। এছাড়া আওয়ামী লীগ সরকার আমলের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন, সারাদেশের জনগণকে অভিনন্দন, ন্যাম ফ্লাট এবং রাজউক প্লটসহ দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে আওয়ামী পন্থীদের কুক্ষিগত রাষ্ট্রীয় সম্পদের বরাদ্দ বাতিল করে পুনঃবরাদ্দের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান, সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু বলে জাতিকে বিভক্ত করা ও সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের আওয়ামী তৎপরতার নিন্দা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদার করার আহ্বান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে অবিলম্বে দৈনিক ইনকিলাব ও নিউ নেশন পত্রিকা বরাদ্দের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সভাপতির বক্তব্য

শিক্ষক সমিতির সভাপতি এআরআইএম আমীনুর রশীদ একে অগণতান্ত্রিক ও গঠনতন্ত্রবিরোধী পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করে বলেন, 'গঠনতন্ত্র অনুসারে সভাপতির ক্ষমতাবলে আমি সভা শেষ করে চলে যাই। প্রটোকল অনুসারে সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি বা সাংগঠনিক সম্পাদক এভাবে পর্যায়ক্রমে যে কোন একজন সভার সভাপতিত্ব করতে পারেন কিন্তু তাও ছিল না। সেক্ষেত্রে এটা হয়েছে একটি দলীয় বৈঠক। মূল্যবোধের বাইরে গিয়ে তারা এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। এর কোন বৈধতা নেই।' তাহলে কি সমিতি বিভক্ত হয়ে পড়বে– এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গঠনতন্ত্রে সমিতি বিভক্তির কোন সুযোগ নেই। তবে তারা চাইলে আলাদা সমিতি গড়তে পারেন। আমাদের করণীয় সম্পর্কে আমরা সমিতির পরবর্তী সভায় বসে সিদ্ধান্ত নেব।'